যুগান্তর

তারিখ ··· 04 JUN 2016 ···
পৃষ্ঠা ··· 2 ··· কলাম ··· 2 ···

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদল নেতাকে মারধর করে হলছাড়া করেছে ছাত্রলীগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নেতাকে মারধর করে আবাসিক হল থেকে বের করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। আহত ওই ছাত্রদল নেতাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভুক্তভোগী ওই ছাত্রদল নেতার নাম জহুরুল ইসলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শের-ই-বাংলা হল শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ও শের-ই-বাংলা হলের আবাসিক ছাত্র।

প্রত্যক্ষদর্শী ও হল সূত্র জানায়, ছাত্রদল নেতা জহুরুল শের-ই-বাংলা হলের ১২৮ নম্বর কক্ষে দীর্ঘদিন অবস্থান করে আসছিলেন। হঠাৎ তাকে হল ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ওই হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী রেজাউল করিম রাজু। এ নিয়ে ওই ছাত্রদল নেতার সঙ্গে ছাত্রলীগের নেতাদের কয়েক দফা কথা হয়। শুক্রবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বর থেকে হঠাৎ ছাত্রদল নেতা জহুরুলকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ ও মারধর শুরু করে রাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আখতারুল ইসলাম আসিফ ও কর্মী রেজাউল করিম রাজু।

পরে তাকে তৃতীয় বিজ্ঞান ভবনের পাশে একটি ফটোকপির দোকানে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। এ সময় ছাত্রদলের বিভিন্ন প্রোগ্রামে তার উপস্থিতির ছবি পায় ছাত্রলীগ নেতারা। বিকালে রাবি ছাত্রলীগ সভাপতি এসে তাকে হল ছেড়ে চলে যাওয়ার শর্তে ছেড়ে দেয়। পরে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা জহুরুলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করে।

মারধরের শিকার ছাত্রদল নেতা জহুরুল বলেন, 'ছাত্রলীগ নেতারা বৃহস্পতিবার আমাকে হল থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। আমি বের হয়েও গিয়েছিলাম। কিন্তু টুকিটাকি চত্বর থেকে শুক্রবার হঠাৎ তারা আমাকে ধরে মারধর করে। ছাত্রদল করি এবং ছাত্রদলকে হলে সংগঠিত করছি এজন্য তারা মারধর করেছে।'

রাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আখতারুল ইসলাম আসিফ যুগান্তরকে বলেন, 'বারবার সতর্ক করার পরও সে হল ও ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে আসছিল। এছাড়া ছাত্রলীগের কয়েকজনকে দেখে নেয়ার হুমকি দিয়েছিল। তাই তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। পরে রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি এসে মীমাংসা করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।'

রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম রাঞ্জু বলেন, 'সে ছাত্রদলের সক্রিয়। সরকারবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই তাকে হল ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।'

রাবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, 'বিপক্ষ দল করলেই তাকে মারধর করা হচ্ছে। সে তো ওই হলের আবাসিক ছাত্র। কেন তাকে হল থেকে বের করে দেয়া হল প্রশাসনের কাছে আমরা জবাব চাই।' ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবিও করেন তিনি।